সুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের নানাবিধ অবদান আছে।

(১) সুশীল সমাজ Watchdog বা পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে। কোথায় Governance-এর ঘাটতি দেখা গেল বা কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হল সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে ও প্রতিবাদ সংগঠিত করে।

(২) সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে।

(৩) বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের অধিকারের লড়াইতে আন্দোলনকারীর ভূমিকা পালন করে।

(৪) শিক্ষাদাতার ভূমিকা পালন করে। একদিকে যেমন নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলায় সুশীল সমাজের বড় ভূমিকা আছে, অপর দিকে সরকারকে বাস্তব পরিস্থিতি ও জনমত সম্পর্কে সচেতন করার কাজও সুশীল সমাজ পালন করে।

(৫) সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা দানেরও ব্যবস্থা করে। বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং সেই মানুষদের মধ্যে যেখানে সরকারের সাহায্য যথাযথ ভাবে পৌঁছোয় না।

(৬) সংগঠকের কাজ সুশীল সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে জনমত সংগঠিত করে কখনও তা করে ভাল নীতির পক্ষে, কখনও বা খারাপ নীতির বিপক্ষে। কখন তাদের দেখা যায় শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, টীকাকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারী প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জনমত সংগঠিত করতে।

(৭) যে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা তাদের অ-নমনীয়তার জন্য সীমিত সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেখানে অনেক বেশি নমনীয় অবস্থান থাকায় সুশীল সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

সুশীল সমাজ সংগঠন সমূহ নানা নামে পরিচিত। যথা, Voluntary Organization (VO), Non-governmental Organization (NGO), Civil Society Organization (CSO) ইত্যাদি। এই ধরনের সংগঠন নানা রকমের হওয়ায় তাদের কর্ম-পদ্ধতি; দক্ষতা সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কতগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল—সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে; আবার কিছু সংগঠন তুলনামূলকভাবে অ-সফল, সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান নেই বললেই চলে। সুশাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রভাব ফেলতে গেলে এই সংগঠনগুলিকে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়, যোগ্য নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন দায়বদ্ধতা, তৃণমূল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

সুশীল সমাজ সংগঠনগুলিকে প্রায়শই কিছু দুর্বলতার শিকার হতে দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কর্মী ও সম্পদের অভাব, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর্থিক সহায়কের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, দুর্নীতি, ইত্যাদি।

সুশীল সমাজ শক্তিশালী ও উপযুক্ত হলে তবেই তা সুশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।